

+

## বাংলা ভাষা ও সাহিত্য আধুনিক যুগ ০৬:



শ্রীমত বিনয় শ্রীমতী (১৫-৪৫  
সিঙ্গিগা)

& বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন

ধাঁচ -

✓ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকৃতির স্বাভাবিকতা লিখুন।

✓ রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন।

☉ নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন।

বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবরোধবাসিনী গ্রন্থের বিষয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

\* সুন্দরীয়া চরিত্র -  
Sultana's dream.

নারী জাগরণে  
সুন্দরীয়া চরিত্র  
সুন্দরীয়া চরিত্র

সুন্দরীয়া চরিত্র

-BCS, BANK & MORE

২. বিদ্যুৎ

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের (১৮৮০-১৯৩২) জন্ম, শিক্ষা, বিকাশকাল, সাহিত্য-সংস্কৃতিচর্চা এবং বাংলার নারীর জীবন-জগৎ বিষয়ে তাঁর উপলব্ধি বিশ শতক থেকে শুরু করে একুশ শতকের বর্তমান সময়েও আমাদের চিন্তার খোরাক জোগায়।

বাঙালি নারীবাদী নেত্রী রোকেয়া বর্তমানে শুধু বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের তাত্ত্বিক, প্রাতিষ্ঠানিক ও আদর্শিক নেত্রী নন; সাহিত্যিক হিসেবেও তাঁর স্বতঃমূল্য রয়েছে। অবরোধের ঘেরাটোপে বন্দী রংপুর জেলার পায়রাবন্দ গ্রামের শত শত নারীর মতো তিনি শেওলার স্রোতে ভেসে যাননি—মানুষ হওয়ার স্বপ্ন সফল করেছেন। সেই সংগ্রামের বীজ রোপিত হয়েছিল তাঁর শৈশব-কৈশোর ও তারুণ্যের অবরুদ্ধ পরিবেশে।

সৃজনশীল সাহিত্যিক মেধা, ব্যক্তিত্ব, নারীশিক্ষা প্রসারে রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের আন্দোলনরূপী-বিদ্রোহীরূপী সংগ্রামের বিষয়ে আমরা জানতে পারি তাঁর সাহিত্য পাঠ করে। নারীর মানবাধিকার হরণ, পারিবারিক বিবাহপ্রথার বৈষম্য, নিপীড়ন, নির্যাতন, শোষণকে তিনি চ্যালেঞ্জ করেছেন। ঔপনিবেশিক পরাধীনতার বিরুদ্ধে তাঁর অবস্থান, পুরুষের প্রাধান্য না মেনেও স্বচ্ছন্দে নারী তার কাজ করতে পারে, জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অনুশীলনে কৃতিত্ব দেখাতে পারে ইত্যাদি তাঁর সাহিত্যে অপূর্ব নান্দনিক শৈলীতে রূপায়িত হয়েছে।

রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের লেখা থেকেই জানা যায়, তিনি নিরন্তর পাঠক ছিলেন। বাংলা, ইংরেজি, ফারসি, উর্দু—সব রকম সাহিত্য, বিজ্ঞান, কৃষি, পুষ্টি, চিকিৎসার বই, প্রবন্ধ, সাময়িকী ও সংবাদপত্র পাঠের নিরলস শ্রম, আনন্দ ও ব্যুৎপত্তি তিনি অর্জন করেছিলেন। তিনি মেরিউলস্টন ক্রাফট, স্টুয়ার্ট মিলে বই পড়েছিলেন কি না জানা যায়নি। তাঁর নারীমুক্তির যুক্তি-চর্চা পরিশীলিত হয়ে উঠেছিল নানা দেশের ও ভাষায় জ্ঞানচর্চার মাধ্যমে।

এখন তাঁর লেখা থেকে উদ্ধৃত করি, ‘অবনতি প্রসঙ্গে’ নামে এক লেখায় সমাজকর্মীদের উদ্দেশে তাঁর বক্তব্য, ‘যদি সমাজের কাজ করিতে চাও, তবে গায়ের চামড়াকে এতখানি পুরু করিয়া লইতে হইবে যেন নিন্দা-গ্লানি, উপেক্ষা-অপমান কিছুতেই তাহাকে আঘাত করিতে না পারে; মাথার খুলিকে এমন মজবুত করিয়া লইতে হইবে যেন ঝড়-ঝঞ্ঝা, বজ্র-বিদ্যুৎ সকলই তাহাতে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে।’

আমৃত্যু এই মহীয়সী তাই করেছিলেন। তাঁর নিজের লেখায় প্রতিবাদরূপে ফুটে উঠেছে সেসব, ‘...আমি আজীবন কঠোর সামাজিক “পর্দার” অত্যাচারে লোহার সিন্দুকে আবদ্ধ আছি—ভালরূপে সমাজে মিশিতে পাই নাই...—আমি আজ ২২ বৎসর হইতে ভারতের সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট জীবের জন্য রোদন করিতেছি। ভারতবর্ষে নিকৃষ্ট জীব কাহারো, জানেন? সে জীব ভারত-নারী! এই জীবগুলির জন্য কখনও কাহারও প্রাণ কাঁদে নাই।...পশুর জন্য চিন্তা করিবারও লোক আছে, তাই যত্রতত্র “পশুক্লেশ-নিবারণী সমিতি” দেখিতে পাই। পথে কুকুরটা মোটর চাপা পড়িলে তাহার জন্য এংলো-ইন্ডিয়ান পত্রিকাগুলিতে ক্রন্দনের রোল

দেখিতে পাই। কিন্তু আমাদের ন্যায় অবরোধবন্দি নারীজাতির জন্য কাঁদিবার একটি লোকও এ ভূ-ভারতে নাই। (‘একেই কি বলে অবনতি’, কলিকাতা, নবনূর, ২য় বর্ষ: ৭ম সংখ্যা (কার্তিক: ১৩১১ বঙ্গাব্দ)।

রোকেয়া তার নারীবাদী চিন্তার প্রকাশ ঘটিয়েছেন মতিচূর প্রবন্ধসংগ্রহের প্রথম (১৯০৪) ও দ্বিতীয় খণ্ডে (১৯২২)। সুলতানার স্বপ্ন (১৯০৫), পদ্মরাগ (১৯২৪), অবরোধবাসিনী (১৯৩১) ইত্যাদি তার সৃজনশীল রচনা। তার সুলতানার স্বপ্নকে বিশ্বের নারীবাদী সাহিত্যে একটি মাইলফলক ধরা হয়।

সুলতানার স্বপ্ন :

শুষ্ক রাজ্যবন্দী

Lady Land - নারী রাজ্য, অধিরাজ্য।

• নারী রাজ্য নিচাপদ, শুষ্ক রাজ্যে অধিরাজ্যী দেশে  
নারী রাজ্যে নিচাপদ অধিরাজ্যী

অবরোধ-বাসিনী ভারতবর্ষের অগ্রণী নারীবাদী লেখিকা রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন রচিত একটি গ্রন্থ। বেগম রোকেয়ার অন্যতম শ্রেষ্ঠ সাহিত্যকীর্তি হিসেবে বিবেচিত গ্রন্থটি ১৯৩১ সালে প্রকাশিত হয়। এতে তৎকালীন ভারতবর্ষীয় নারীদের বিশেষ করে মুসলমান ঘরের নারীদের সমাজের অবরোধপ্রথার জন্য যে অসুবিধায় পড়তে হত তা বর্ণিত হয়েছে। মোট ৪৭ ঘটনাকে অনুগল্প আকারে লেখে বইটি তৈরি করা হয়েছে। ঘটনাগুলো সব বাস্তব জীবন থেকে নেওয়া। এ বইয়ের মাধ্যমে বেগম রোকেয়া গল্পাকারে পর্দা প্রথার দরুন নারীদের দুর্ভোগ সবার কাছে উপস্থাপন করেছেন।

✓ পশ্চিম দেশের এক হিন্দু বধু তাহার শাশুড়ী ও স্বামীর সহিত গঙ্গাস্নানে গিয়াছিল। স্নান শেষ করিয়া ফিরিবার সময় তাহার শাশুড়ী ও স্বামীকে ভীড়ের মধ্যে দেখিতে পাইল না। অবশেষে সে এক ভদ্রলোকের পিছু পিছু চলিল। কতক্ষণ পরে পুলিশের হস্তা।-সেই ভদ্রলোককে ধরিয়া কনষ্টেবল বলে, “তুমি অমুকের বউ ভাগাইয়া লইয়া যাইতেছ।” তিনি আচম্বিতে ফিরিয়া দেখেন, আরো! এ কাহার বউ পিছন হইতে তাহার কাছার খুঁটি ধরিয়া আসিতেছে। প্রশ্ন করায় বধু বলিল, সে সর্বক্ষণ মাথায় ঘোমটা দিয়া থাকে-নিজের স্বামীকে সে কখনও ভাল করিয়া দেখে নাই। স্বামীর পরিধানে হলদে পাড়ের ধূতি ছিল, তাহাই সে দেখিয়াছে। এই ভদ্রলোকের ধূতির পাড় হলদে দেখিয়া সে তাহার সঙ্গ লইয়াছে।

— অবরোধ-বাসিনী

স্বামী

বধু

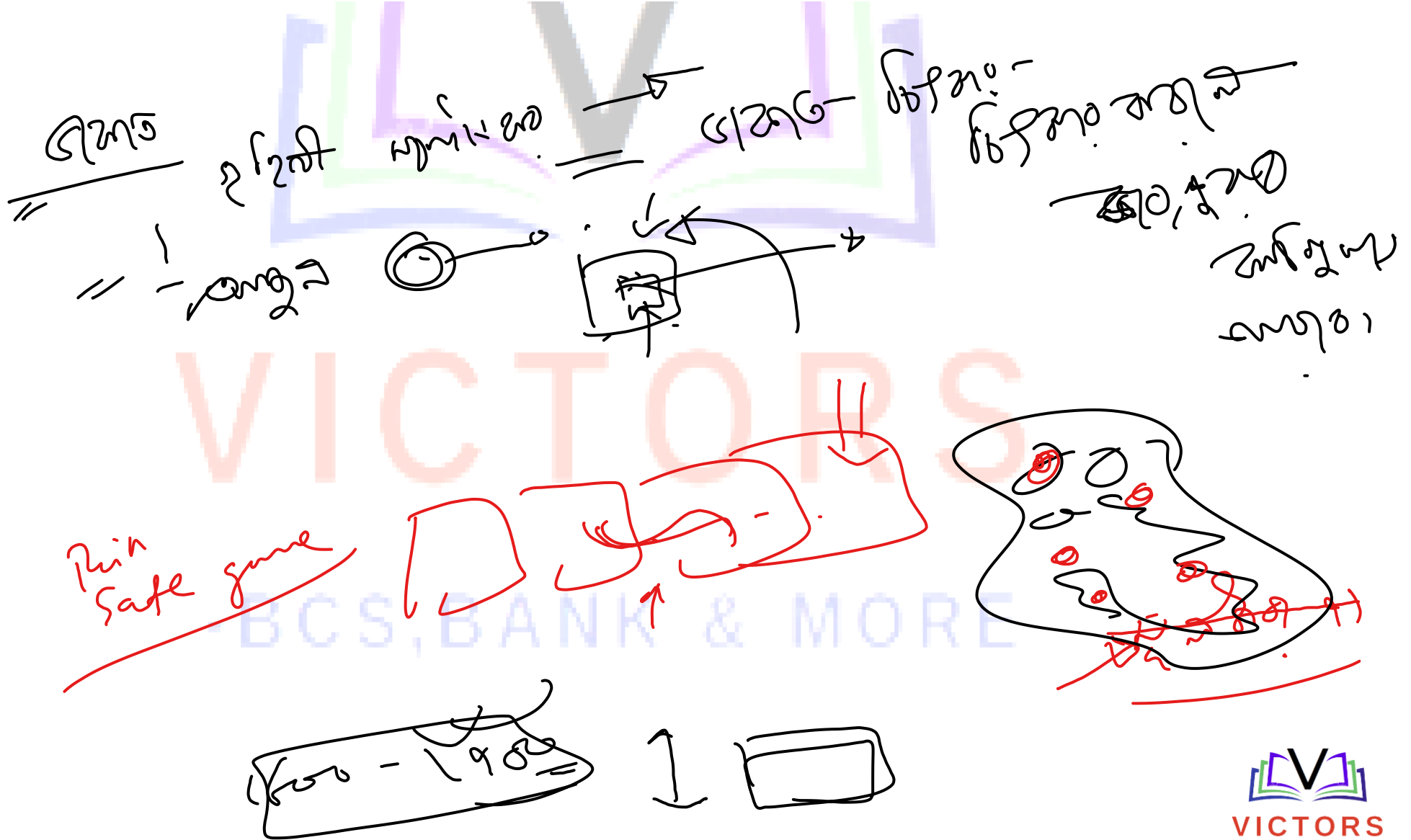
স্বামী - ৭\*

পর্দা

বই

৫১৫৫

অবরোধ-বাসিনী লিখিয়া লেখিকা আমাদের সমাজের চিন্তা-ধারার আর একটা দিক খুলিয়া দিয়াছেন।  
 অনেকে অনেক প্রকার ইতিহাস লিখিয়া যশস্বী হইয়াছেন; কিন্তু পাক-ভারতের অবরোধ-বাসিনীর লাঞ্ছনার  
 ইতিহাস ইতিপূর্বে আর কেহ লিখেন নাই।



Concise

উন্নত  
পাঠ্যক্রম  
সংগ্রহ



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

## নারী শিক্ষায় বেগম রোকেয়ার অবদান

নারীকে শিক্ষার মাধ্যমে বিকশিত করে আর্থিকভাবে স্বাবলম্বী করার মাধ্যমে নারী-পুরুষ সাম্যের এক সমাজ প্রতিষ্ঠাই ছিল বেগম রোকেয়ার লক্ষ্য। স্বামীর সামাজিক ও আর্থিক অবস্থান এবং নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি সম্পর্কে মুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি রোকেয়ার চিন্তা ও কাজের সহায় হয়েছিল। স্বল্পস্থায়ী সংসার জীবনে তিনি পড়াশোনা ও সামাজিক মেলামেশার সুযোগ পেয়েছেন। তিনি দেখেছেন, সমাজে নারীরা কতটা নিগৃহীত। স্বামীর সহযোগিতায় রোকেয়া পাশ্চাত্য জীবনধারা, গণতন্ত্রের গতি-প্রকৃতি ও নারী সত্তার বিকাশের নানা স্তর ও পথ নির্দেশনা পান। স্বামীর জীবদ্দশাতেই প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম বই, যা ছিল ইংরেজিতে লেখা। সৈয়দ সাখাওয়াত হোসেন তাঁকে বাংলা সাহিত্য চর্চায় উদ্বুদ্ধ করেন।

১৯০১ সালে স্বামীর মৃত্যুর অব্যবহিত পর স্বামী প্রদত্ত অর্থে ভাগলপুরে মাত্র পাঁচজন ছাত্রী নিয়ে সাখাওয়াত মেমোরিয়াল বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু চক্রান্তের শিকার হয়ে এ মহীয়সী নারী মিশনারিদের চর হিসেবে সামাজিকভাবে নিন্দিত হন। হতাশা, অনিশ্চয়তা ও ভারাক্রান্ত মন নিয়ে ১৯১৯ সালে তিনি কলকাতায় আসেন। ১৯১১ সালের মার্চ মাসে একটি ক্ষুদ্র ভাড়া বাড়িতে তিনি আটজন ছাত্রী নিয়ে আবার

হতুপুত্রী — এটামেন



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

শুরু করেন সাখাওয়াত বালিকা বিদ্যালয়। বাড়ি বাড়ি গিয়ে তিনি নিয়ে আসেন মেয়েদের। মেয়েদের মানবিক ও প্রকৃত যোগ্যতাসম্পন্ন করে তোলার লক্ষ্যে তিনি শিক্ষাকে মাধ্যম হিসেবে বেছে নেন।

স্বশিক্ষিত রোকেয়াকে বিদ্যালয়ের অপর্যাপ্ত আর্থিক সংস্থানের মধ্যেই ছাত্রীদের বিকাশে দিনরাত খাটতে হয়েছে। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানব জাতি পুরুষ ও নারীর মিলিত ধারারই ফল। পুরুষ ও নারীর সম্মিলনে গঠিত বৃহত্তর মানবগোষ্ঠী একে অন্যের সহযোগী পরিপূরক। এ মানবিক দর্শনকে সামনে রেখে নিগৃহীত ও পিছিয়ে পড়া নারী সমাজের সামাজিক ও অর্থনৈতিক মুক্তির জন্যই তাঁর শিক্ষা প্রচেষ্টা শুরু হয়। নারী সমাজকে উচ্চ জীবনবোধে উজ্জীবিত করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। নারীর মানসিক বিকাশকে রুদ্ধ করে মানব সভ্যতার বিকাশে প্রতিবন্ধক হিসেবে কাজ করেছে—এমন বিষয়গুলো ধরিয়ে দিতে তিনি লিখেছেন শিক্ষামূলক, সমাজ সংস্কারমূলক বিভিন্ন গল্প কবিতা। প্রবন্ধ ও ব্যঙ্গ রচনায় তাঁর লেখা ছিল ক্ষুরধার শাণিত লেখনী কখনো কখনো পুরুষশাসিত সমাজকে তীব্রভাবে আক্রমণ করেছে।

রোকেয়া রচিত সাহিত্যের সংখ্যা বিপুল না হলেও প্রতিটিই অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত। তাঁর রচিত বইয়ের সংখ্যা পাঁচ। এ ছাড়া সমাজ সেবামূলক বিভিন্ন সমিতির কাজের সঙ্গেও জড়িত ছিলেন তিনি। ১৯১৬ সালে তিনি ‘আঞ্জুমান-ই-খাওয়াতিনে ইসলাম’ বা ‘মুসলিম মহিলা সমিতি’ গঠন করেন। নিরক্ষর ও দরিদ্র নারীদের আত্মনির্ভর করতে বহুমুখী কর্মকাণ্ড পরিচালনাই ছিল এ সমিতির উদ্দেশ্য। সরাসরি অর্থ সাহায্য না করে এ সমিতি সুস্থ নারীর স্থায়ী পুনর্বাসনে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির ওপর গুরুত্ব দিত। বেগম রোকেয়া

নারীর লাঞ্ছনা অত্যন্ত কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করেছেন। তাঁর নিজ পরিবারে মেয়েদের চলাফেরা ও শিক্ষায় কোনো স্বাধীনতা ছিল না। একজন নারী-পুরুষের মতো পরিবারের সদস্য হয়েও ছিল পুরুষের অধীন এবং পুরুষ রচিত বিধিনিষেধ তাকে মানতে হতো। তিনি নারীর মর্মবেদনা ও চাহিদা গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন।

কাজ করতে গিয়ে বেগম রোকেয়া বাধার পাশাপাশি সহযোগিতাও পেয়েছেন। প্রবল প্রতিরোধের মুখে দাঁড়িয়ে তিনি নারীর অগ্রযাত্রার পথ নির্মাণে নিজের জীবন উৎসর্গ করেছিলেন। ১৯৩২ সালের ৯ ডিসেম্বর কলকাতায় মৃত্যুর আগ পর্যন্ত নারীর অগ্রযাত্রায় কাজ করে গেছেন। প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ছাড়াই নারী শিক্ষার চাহিদা ও প্রয়োজন সম্পর্কে সুস্পষ্ট উপলব্ধি, শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাদান বিষয় স্পষ্ট ধারণা এবং বিদ্যালয় পরিচালনে সাংগঠনিক দক্ষতা ও জনসংযোগে কুশলী হওয়ার কারণে তিনি এগিয়ে যেতে পেরেছিলেন। তিনি এ বিশ্বাসে স্থিত ছিলেন যে, নারী শিক্ষার অগ্রযাত্রায় পরাজয়ের কোনো স্থান নেই। বেগম রোকেয়া তার স্বপ্নের নারীকে প্রথমে নারী এবং তারপর মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় সব দক্ষতার অধিকারী করে গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন। তাঁর নিজের গার্হস্থ্য বিজ্ঞান, পারিবারিক স্বাস্থ্যরক্ষা ও পুষ্টি বিজ্ঞানে ছিল অগাধ জ্ঞান।

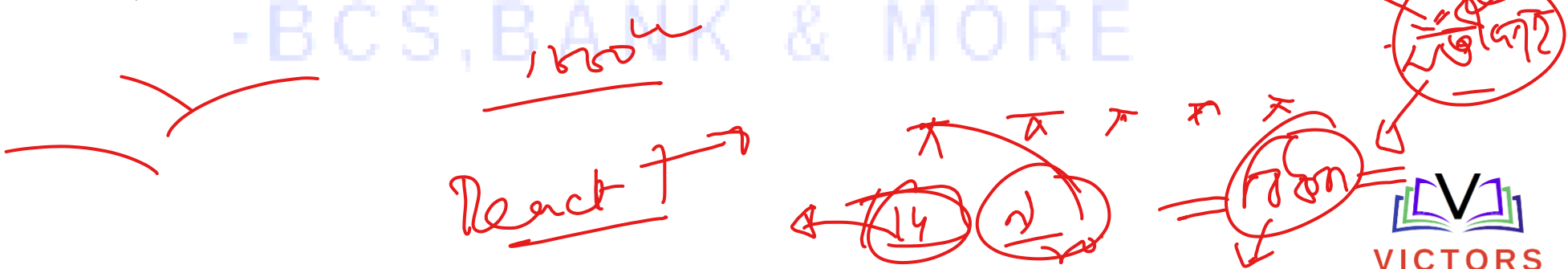
গার্হস্থ্য কাজেও রোকেয়া ছিলেন দক্ষ। 'সুগৃহিণী' প্রবন্ধে তিনি সেসব নারীকেই রুচিশীল হিসেবে আখ্যা দিয়েছেন, যারা স্বল্প শ্রম, ব্যয় ও সময়ে ঘরকন্নার কাজ নিপুণভাবে করতে পারে। তিনি মনে করতেন, সুগৃহিণী হতে হলেও সুশিক্ষা আবশ্যিক। 'মতিচূর' বইয়ের 'গৃহ' প্রবন্ধে তিনি ঘরকে মানুষের শারীরিক



আরাম ও মানসিক শান্তিনিকেতন হিসেবে উল্লেখ করে সেখানে নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেন।

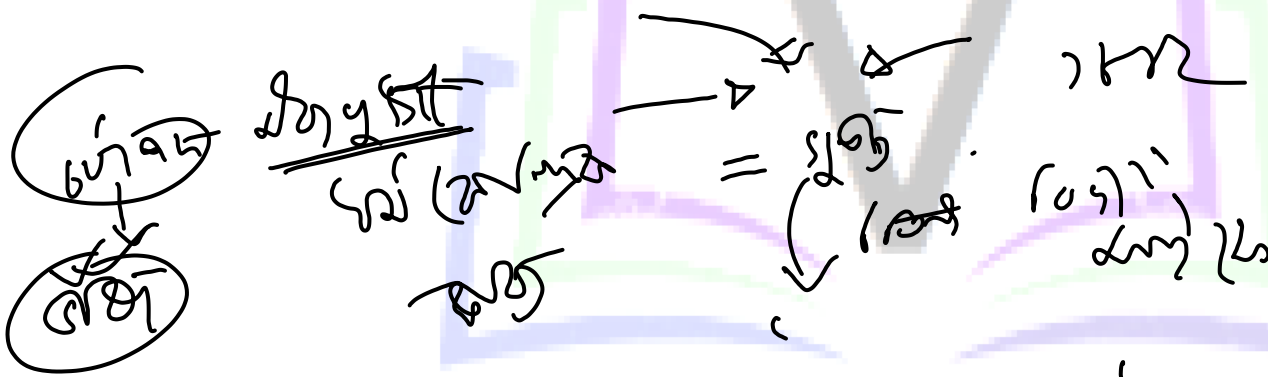
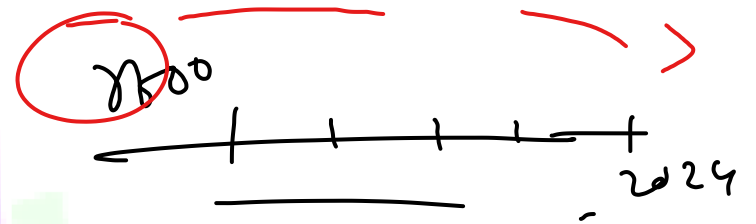
রোকেয়া কোনো কিছু মুখস্থ করাকে ঘৃণার চোখে দেখতেন। এমনকি মুসলমান মেয়েদের পবিত্র কোরআনের মর্মবাণী উপলব্ধি না করে মুখস্থ করাকেও তিনি সুনজরে দেখেননি। ধর্ম শিক্ষায় পবিত্র কোরআনের মর্মার্থ অনুশীলন ও অনুধাবনের ওপর তিনি জোর দিয়েছেন। নীতি শিক্ষা ও চরিত্র গঠনের শিক্ষায় তিনি আচরণ অনুশীলনের ওপর বিশেষ গুরুত্বারোপ করেন। শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে তিনি ব্যবহারিক কাজের ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। তাঁর মতে, মিথ্যা ইতিহাস বা ইতিহাসের নিরেট ঘটনা পাঠ নয়; বরং ইতিহাসকে জীবনের ধারার সঙ্গে মিলিয়ে পাঠ করা এবং তা থেকে দেশপ্রেম শিক্ষা ও স্বাধীনতার প্রেরণা লাভ করা প্রয়োজন। বিজ্ঞানকেও তেমনি ব্যবহারিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখার কথা বলেন তিনি। ‘সুলতানার স্বপ্ন’ বইয়ে তাঁর কল্পনার নারীকে বিজ্ঞানের জ্ঞান সম্প্রসারণে সব সময় পরীক্ষা-নিরীক্ষায় ব্যস্ত রেখেছেন। নিজের প্রতিষ্ঠানেও বিজ্ঞান শিক্ষার ক্ষেত্রে এ ব্যবহারিক দিকের ওপরই জোর দিয়েছেন তিনি। নারী শিক্ষাকে ফলপ্রসূ করতে প্রকৃতি ও বস্তু পাঠ এবং বৃত্তি শিক্ষাকে রোকেয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করতেন। মূলত রোকেয়ার শিক্ষাদান পদ্ধতি প্রয়োগবাদী দর্শনের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল, যার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল নারীর শারীরিক ও মানসিক ক্ষমতার বিকাশ।

-BCS, BANK & MORE



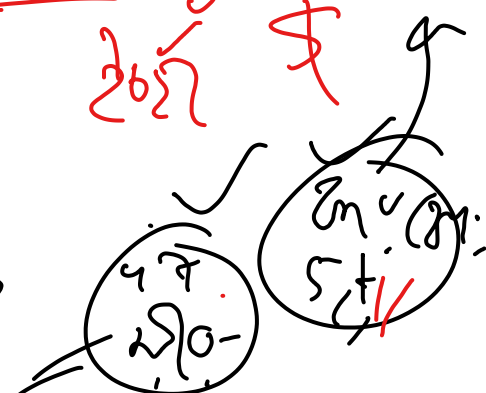
উত্তর

~~ଅନୁଲେଖନୀୟ ଚାକିରି~~

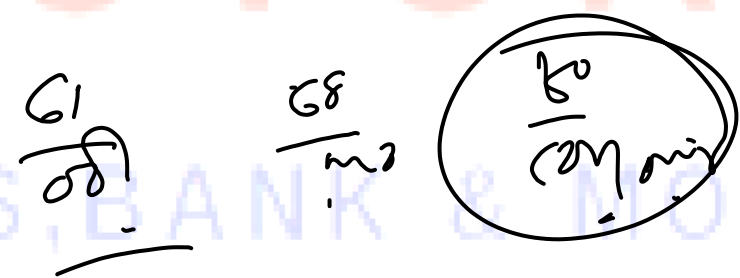


2024-2025  
 ଶୁଣା ଲାଭ  
 ଶୁଣା ଲାଭ

⇒ ୨୨୭ ୩୦୮୦ ୩୧୭୩ ୨୮ ୬୦ ୨୦୨୩



୨ - ୭୧୪  
 ୨୬୬୦  
 ୧୩୩୩



୩୩୩  
 ୩୩୩  
 ୩୩୩  
 ୩୩୩

৩৫তম-৪৫তম বিসিএস লিখিত প্রশ্ন বাংলা

৪৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

১৯৩৫

৬x৫=৩০

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর লিখুন: tech

(ক) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদ কেন গুরুত্বপূর্ণ? আলোচনা করুন।

(খ) বাংলা সাহিত্যে 'অন্ধকার যুগ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে মতামত দিন।।

(গ) জসীম উদ্দীনের কাহিনিকাব্যসমূহের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(ঘ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের সাহিত্যকৃতির স্বাভাবিকতা লিখুন।

(ঙ) মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিচারণমূলক যে-কোনো একটি গ্রন্থের পরিচয় দিন।

৪। নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর সংক্ষেপে লিখুন:

শামসুর রাহমান

বিদ্যুৎ সীমিত ১৯৬৭

শ্রী সৌভাগ্য

১৯৭০  
স্বাধীনতা তুমি

১৯৭২  
স্বাধীনতা তুমি

১৯৭৬  
স্বাধীনতা তুমি

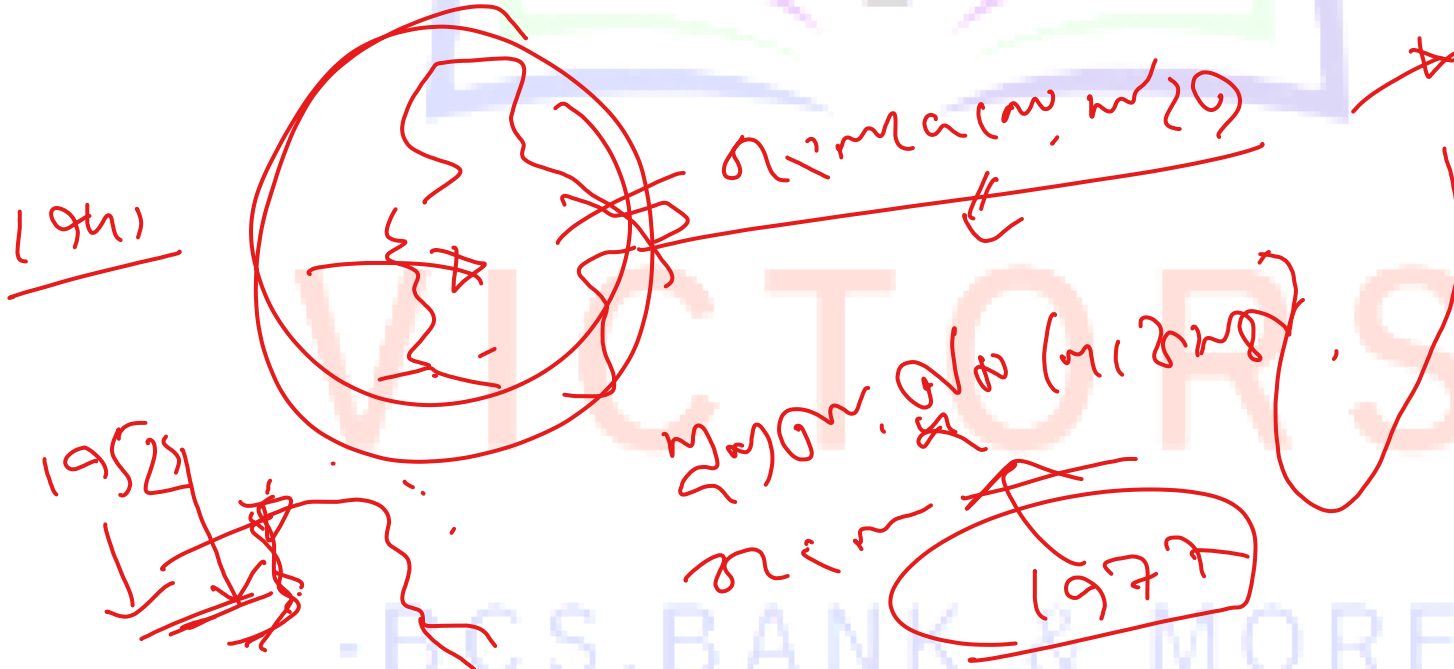
I. বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

II. বিদ্রোহী কবিতায় পৌরাণিক অনুষ্ঙ্গ ব্যবহারের বিশেষত্ব লিখুন।

III. 'কবর' নাটকের মূলবক্তব্য লিখুন।

IV. চতুর্দশপদী কবিতা-র বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

V. শামসুর রাহমান রচিত 'স্বাধীনতা তুমি' কবিতার মর্মার্থ লিখুন।



১৯৬২  
স্বাধীনতা তুমি

৪৪তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষা

০৪। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ-

(ক) চর্যাপদ কবে, কোথায় এবং কে আবিষ্কার করেন?

(খ) মহাকাব্যের তিনটি প্রধান বৈশিষ্ট্য লিখুন।

(গ) কবি বিহরীলাল চক্রবর্তীর বিশেষত্ব নিরূপণ করুন।

(ঘ) 'মেঘনাদবধ' কাব্যের নায়ক কে এবং কেন?

\* (ঙ) বাংলা গদ্যের বিকাশে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের গুরুত্ব কতখানি?

(চ) কাজী নজরুল ইসলামের 'রক্তের বেদন', 'যুগবাণী' ও 'চক্রবাক' কী জাতীয় গ্রন্থ?

\* (ছ) নাট্যকার মুনীর চৌধুরীর পরিচয় দিন।

(জ) নারী জাগরণে বেগম রোকেয়ার অবদান আলোচনা করুন।

\* (ঝ) উপন্যাসের নাম উল্লেখ করে সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর স্বাভাবিক নিরূপণ করুন।

১৭৫৩

১৭৬০ →

শুভেন্দ্র

১৯৮২

২০১৫

(এ৩) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভ্রমণকাহিনিভিত্তিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

৪৩তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

ইউনেস্কো

২+৬=৮  
৬-২=৪

৩x১০=৩০

০৪। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন -

(ক) চর্যাপদের ভাষা সম্পর্কে ধারণা দিন।

(খ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে 'অন্ধকার যুগ'-এর অস্তিত্ব সম্পর্কে আপনার অভিমত ব্যক্ত করুন।

✱ (গ) চন্দ্রাবতী রচিত রামায়ণ সম্পর্কে লিখুন।

(ঘ) জোড়াসাঁকো ঠাকুরবাড়ির কবি-লেখকদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত ধারণা দিন।

(ঙ) একুশ শতকের বাংলাদেশে নজরুল পাঠের প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা করুন।

(চ) বাংলা কবিতার 'পঞ্চপাগুব' কারা? কেন এরূপ বলা হয়?

(ছ) 'বাংলাদেশের সাহিত্য' বলতে কী বোঝেন?

(জ) বং থেকে বাংলা গ্রন্থটি সম্পর্কে লিখুন।

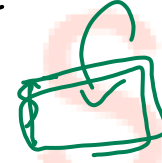
(ঝ) শাহ আবদুল করিমের গান সম্পর্কে সংক্ষেপে লিখুন।

(ঞ) বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত তিনটি গ্রন্থের প্রকাশনা সম্পর্কিত তথ্যসমূহ লিখুন।



৪১তম

৩x১০=৩০



০৪। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:-

ক) বাংলা সাহিত্যে চর্যাপদের গুরুত্ব আলোচনা করুন।

খ) বৈষ্ণব পদাবলিগুলোর বিষয়বস্তু ও রচনাকৌশলে সম্পর্কে ধারণা দিন।

গ) মাইকেল মধুসূদন দত্তের সনেটের বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করুন।

ঘ) বিষাদ-সিন্ধুর ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

-ঙ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তিনটি রূপক-সাংকেতিক নাটকের নাম লিখুন।

চ) কাজী নজরুল ইসলামের 'বিদ্রোহী' কবিতায় মিথের ব্যবহার প্রসঙ্গে আলোকপাত করুন।

ছ) রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কর্ম ও রচনা বৈশিষ্ট্য নির্ধারণ করুন।

জ) 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের 'বল্লালী বালাই' অংশটির নামকরণের তাৎপর্য লিখুন।

ঝ) জসীম উদ্দীনের একটি কাহিনিকাব্যের বৈশিষ্ট্য লিখুন।

ঞ) উপন্যাসিক সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহর বিশিষ্টতা নির্দেশ করুন।

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

৫৬

সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ

৪০তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০৪। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:-

(ক) চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সন্ধ্যা ভাষা' বলা হয়?

(খ) 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যের পরিচয় এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) 'মনসামঙ্গল' কাব্যের বেহুলা চরিত্রটির বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করুন।

(এ৩) মধ্যযুগের রোমান্টিক প্রণয়োপাখ্যানগুলোর বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে ধারণা লিপিবদ্ধ করুন।

(ঘ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের তিনটি মৌলিক রচনার নাম লিখুন।

(ঙ) আধুনিক কবি হিসেবে মাইকেল মধুসূদন দত্তের অবদান ব্যাখ্যা করুন।

~~০৫~~ (চ) শওকত ওসমানের মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক তিনটি গ্রন্থের নাম লিখুন।

(ছ) বেগম রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের অবরোধবাসিনী' গ্রন্থের বিষয় বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করুন।

(জ) আবহমান বাংলার ছবি (জীবনানন্দ দাশের) কবিতায় কীভাবে চিত্রিত হয়েছে লিখুন।

মামু, ৪.২.১৮

~~১৪~~ (বা) <sup>✓</sup>সৈয়দ শামসুল হকের 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কাব্য নাটকটি সম্পর্কে বিশ্লেষণ করুন।

৩৮তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০৪। নিচের প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ

(ক) বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন চর্যাপদের ভাষাকে কেন 'সঙ্ক্যা ভাষা' বলা হয়।

(খ) বাংলা কাব্যের 'ভোরের পাখি' কাকে বলা হয়? এ কবির দুটি কাব্যগ্রন্থের নাম লিখুন।

(গ) 'সনেট' কি? বাংলা সাহিত্যে সার্থক সনেট রচয়িতার পরিচয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

~~১৫~~ (ঘ) **চন্দ্রকুমার দে** এবং **দীনেশচন্দ্র সেনের** নাম কেন **লোকসাহিত্য প্রেমীর** হৃদয়ে চিরদিন জেগে থাকবে?

(ঙ) কাজী ~~নজরুল~~ ইসলামের তিনটি উপন্যাসের নাম লিখুন।

৩৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

(চ) কবি জসীম উদ্দীনের 'নকশী কাঁথার মাঠ' কাব্যগ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে লিখুন।

(ছ) কুবের, কপিল, শশী, কুসুম চরিত্রসমূহ কোন উপন্যাসের অন্তর্গত? উপন্যাসটির রচয়িতা কে?

(জ) বাংলা ভাষায় যাঁরা আধুনিক কবিতা সৃষ্টি করেছিলেন, তাদের মধ্যে পাঁচজন প্রধান। এই পাঁচজন কবির নাম লিখুন।

(ঝ) বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পথের পাঁচালী' উপন্যাসের উপজীব্য বিষয় সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

(ঞ) কবি শামসুর রাহমানের চারটি কাব্যগ্রন্থের নাম উল্লেখ করুন।

VICTORS

৩৭তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

৪। নিচের প্রশ্নগুলোয় সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন:

(ক) রোসাঙ্গ-রাজসভা কোথায় অবস্থিত ছিল? বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে এই রাজসভা কেন প্রাসঙ্গিক?



(খ) অন্ধকার যুগের সাহিত্যের নিদর্শন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

(গ) 'বুড়ো সালিকের ঘাড়ে রোঁ' প্রহসনটির জমিদার চরিত্রের পরিচয় দিন।

(ঘ) 'কৃষ্ণকান্তের উইল' উপন্যাসের রোহিনী চরিত্রের বৈশিষ্ট্য ব্যাখ্যা করুন।

(ঙ) 'পোস্টমাস্টার' গল্পে রবীন্দ্রনাথের জীবনদর্শনটি কী?

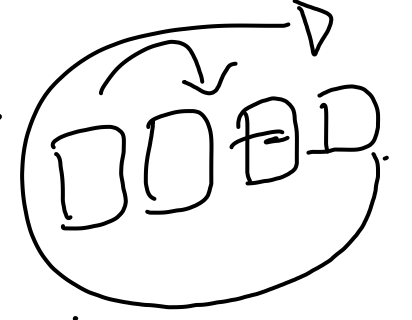
(চ) কাজী নজরুল ইসলামের 'রাজবন্দীর জবানবন্দী'র মূল বক্তব্য কী?

~~(ছ)~~ 'ক্রীতদাসের হাসি' উপন্যাসের রূপকার্থ ব্যাখ্যা করুন।

~~(জ)~~ মোতাহের হোসেন চৌধুরীর সংস্কৃতি-ভাবনার পরিচয় দিন।

(ঝ) 'পায়ের আওয়াজ পাওয়া যায়' কেন সফল?

~~(ঞ)~~ 'জাল স্বপ্ন স্বপ্নের জাল' গল্পের মূল বক্তব্য উপস্থাপন করুন।



হাসি হলে হাসি  
পড়ি হ



৩৬তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০৪। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ-

ক। চর্যাপদে নিম্নবর্ণীয় মানুষের যে পরিচয় পাওয়া যায় তার বিবরণ দিন।

খ। শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যে গ্রামীণ জীবনের কী পরিচয় পাওয়া যায় তা লিখুন।

গ। ব্রজবুলি কী?

ঘ। রোমাঞ্চধারার একজন মুসলিম কবির কাব্য সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ঙ। ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের কবি প্রতিভার মূল্যায়ন করুন।

চ। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

ছ। 'বুদ্ধির মুক্তি আন্দোলন' সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করুন।

জ। কাজী নজরুল ইসলামের উপন্যাসিক সত্তার পরিচয় দিন।

ঝ। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক তিনটি গল্পের নাম লিখুন।

ঞ। মুক্তিযুদ্ধকেন্দ্রিক একটি উপন্যাসের মূল্যায়ন করুন।

বুদ্ধি বুলি =  
শুদ্ধি মর্মান



## ৩৫তম বিসিএস লিখিত পরীক্ষার প্রশ্ন

০৪। নিচের প্রশ্নগুলো সংক্ষিপ্ত উত্তর দিনঃ-

ক) চর্যাপদের ভাষ্য নিয়ে বিদ্যমান বিতর্ক সম্পর্কে আপনার ধারণা লিখুন।

খ) বাংলা সাহিত্যে শ্রীচৈতন্য দেবের ভূমিকা পর্যালোচনা করুন।

গ) বৈষ্ণব পদাবলি ধারায় বিদ্যাপতির বিশেষত্ব ব্যাখ্যা করুন।

ঘ) বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে রোসাঙ্গ রাজসভার প্রাসঙ্গিকতা পর্যালোচনা করুন।

ঙ) রবীন্দ্র-ছোটগল্প ভুক্ত তিনটি নারী চরিত্রের পরিচয় দিন।

চ) 'বিষাদ-সিন্ধু'র ঐতিহাসিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করুন।

ছ) বাংলা সাহিত্যে 'কল্লোল যুগ' সম্পর্কে ধারণা দিন।

জ) মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক একটি বাংলা নাটকের মূল্যায়ন করুন।

২) ~~ক~~ সাম্প্রতিক বাংলাদেশে লোকধারার গানের জনপ্রিয়তা ব্যাখ্যা করুন।

এও) বাংলাদেশের সাহিত্য নির্ভর চলচ্চিত্র সম্পর্কে আপনার ধারণা ব্যক্ত করুন।

২৪০ নম্বরে দেবে  
মতঃ:- ৩৩

430

VICTORS

-BCS, BANK & MORE



VICTORS

-BCS, BANK & MORE



VICTORS

-BCS, BANK & MORE



VICTORS

-BCS, BANK & MORE



VICTORS

-BCS, BANK & MORE

~~150~~  
~~50~~  
(30)



20 → 24'

20' - 1 cat

11:12

14

~~15~~

10.2

20 - W

40 → 45

11.01

11:00

~~18/20~~

11.11  
2/2

4

43

35

~~20~~

2/3

1/8

20

5

20

50

11

-BCS, BANK & MORE